আশ্রয় ও বাসোপযোগী পরিবেশ

বিশ্ব বসতি দিবস '৯১
উপলক্ষে
স্মরণিকা

৭ অক্টোবর ১৯৯১ সোমবার

গণপূর্ত অধিদপ্তর
পূর্ত ভবন, ঢাকা

The design of a structure is influenced
by what the owner wants,
by what the engineer wants,
by what the architect wants,
by what is good practice,
by what is known
to be satisfactory construction,
by what is most suitable
for foundation conditions,
by what will minimize
operating and maintenance costs,
and by what is economical construction
in a particular region.

-Dunham.

ব্যবহৃত নক্সাসমূহ স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং লেখ—
চিত্রসমূহ পি ডব্লিউ ডি কম্পিউটার সেন্টারের সৌজন্যে

মুদ্রণে
জাহান প্রিন্টিং এন্ড কালার প্রসেস লিঃ
২১ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা–১০০০
ফোনঃ২৩১৯২৪,২৩২১৯২

বাণী

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে আশ্রয় তথা বাসস্থান অন্যতম। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় উভয় পর্যায়েই প্রয়োজনীয় বাসস্থানের সংস্থান আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। তবুও প্রচেষ্টা থেমে নেই। সেই লক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবারও বিশ্ব ব্যাপি পালিত হচ্ছে বিশ্ব বসতি দিবস'৯১।

এবারের এই বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে 'হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এর কর্মসূচীতে পি ডব্লিউ ডি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছে। এই কর্মসূচীর মধ্যে একটি প্রদর্শনী ষ্টল ও স্মরণিকা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল শ্লোগান হলো– 'আশ্রয় ও বাসোপযোগী পরিবেশ'। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্যে এই শ্লোগান তাৎপর্যবহ এবং সময়পযোগী। আমি তাই বিশ্ব বসতি দিবস '৯১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি, সেই সাথে এই আয়োজনের সাথে যারা জড়িত তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শেখ হাসমত আলী
প্রধান প্রকৌশলী,
গণপূর্ত অধিদপ্তর,
পূর্ত ভবন, ঢাকা।

পি ডব্লিউ ডি ঃ প্রসঙ্গ কথা

বৃটিশ ভারতে ১৮৪৯ সালে পি ডব্লিউ ডি'র প্রতিষ্ঠা। বৃটিশরা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, কর আদায় এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় কিছু সরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অফিস–আদালত, বাসস্থান–বাংলো, রাস্তা–ঘাট, ব্রীজ–কালভার্ট, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, সেচ–বন্যা নিরোধ, সেনা–পূর্ত ইত্যাদি পূর্ত কাজের জন্যে গড়ে তোলে –পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, সংক্ষেপে পি ডব্লিউ ডি। উপমহাদেশের ব্যাপক পরিমন্ডলে জন্ম লগ্ন থেকেই নির্মাণের জটিল কর্ম সফলতার সাথে সম্পন্ন করে পিডব্লিউডি স্বীকৃত হয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

ইংরেজরা পাঞ্জাব অধিকার করার পর ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবের জন্যে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করে পি ডব্লিউ ডি। প্রথমেই এই বিভাগের ওপর ঐতিহাসিক গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উন্নয়ন সহ ১০০ টি ব্রীজ নির্মাণ ও আপার (Upper) দো–আব ক্যানেলের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। পাঞ্জাবে ডিপার্টমেন্টের সাফল্যই উপমহাদেশে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৮৫৪ সালে তদানিন্তন বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে প্রধান প্রকৌশলী এই ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব প্রদান করেন। গোড়াতে ইমারত, রেল, সড়ক, সেচ–বন্যা নিরোধ, সেনা–পূর্ত সহ সকল পূর্ত কাজ পি ডব্লিউ পি'র ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৬৩–৬৪ সালে কাজের সুবিধার্থে পি ডব্লিউ ডি'কে পূর্ত ও সেচ, সেনা–পূর্ত এবং রেলওয়ে এই তিনটি শাখায় বিভক্ত করা হয় যা পরবর্তীতে তিনটি পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করা হয়।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান প্রশাসনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালন করে সেন্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি, অপর দিকে প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত কাজের দায়িত্ব সামগ্রীকভাবে ন্যস্ত হয় সি এন্ড বি পরিদপ্তরের ওপরে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সময় এবং যুগের চাহিদার কারণে সেন্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি এবং ইমারত পরিদপ্তর একিভূত হয়ে সরকারী পূর্ত কাজের জন্যে পি ডব্লিউ ডি নামে নবরূপে সংগঠিত করা হয়। পাশা পাশি স্থাপত্য নক্সা প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত স্থাপত্য পরিদপ্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়।

ইতোমধ্যে অফিস–আদালত, রাস্তা–ঘাট ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা আশ্রয়ের সংস্থানে পি ডব্লিউ ডি জাতীয় ভাবে ব্যাপক অবদান রেখেছে। সরকারী কর্মসূচীর আওতায় সীমাবদ্ধ সম্পদের মধ্যে থেকেও পি ডব্লিউ ডি উপ–জেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্যে প্রায় পঁচিশ হাজার বাসস্থান নির্মাণ করেছে। পাশাপাশি উপকূলীয় ঘূর্ণী উপদ্রুত অঞ্চলে নির্মাণ করেছে ২৩৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ২৬০টি নিউ ক্লিয়াস হাউস।

একজন প্রধান প্রকৌশলী, ৮ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ৩২ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১২৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ২৫৫জন উপ–বিভাগীয় প্রকৌশলী, ১৬৮ জন সহকারী প্রকৌশলী সহ প্রায় ২৫ হাজার দক্ষ কারিগরী এবং অকারিগরী কর্মী বাহিনী সারা দেশে একটি সুশৃংখল সাংগঠনিক নেট ওয়ার্কের আওতায় পি ডব্লিউ ডি'তে নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি পি ডব্লিউ ডি'র নির্মাণাধীন কাজের স্থাপত্য নক্সা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে সরকারের স্থাপত্য অধিদপ্তর।

স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইতোমধ্যে পি ডব্লিউ ডি নির্মাণ করেছে অসংখ্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভবন এবং স্মৃতি সৌধ –যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় সংসদ ভবন সহ শেরে বাংলা নগর কমপ্লেক্স, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধ, মুজিব নগরের স্মৃতি সৌধ, ওসমানী মেমোরিয়াল হল, আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলা সদর, পি জি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, পুলিশ লাইন, সেনা নিবাস, সীমান্ত ফাঁড়ি ইত্যাদি।

অতীত এবং বর্তমানের বিশ্লেষণে পি ডব্লিউ ডি সরকারী সকল নির্মাণ কাজের জন্যে একমাত্র নির্মাণ সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো আমাদের জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশ উপযোগী বাসস্থানসহ যে কোন নির্মাণ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব প্রতিপালনে সক্ষম।

বেইলী স্কোয়ারে ৪৫০ বর্গফুটের সরকারী বাসভবন

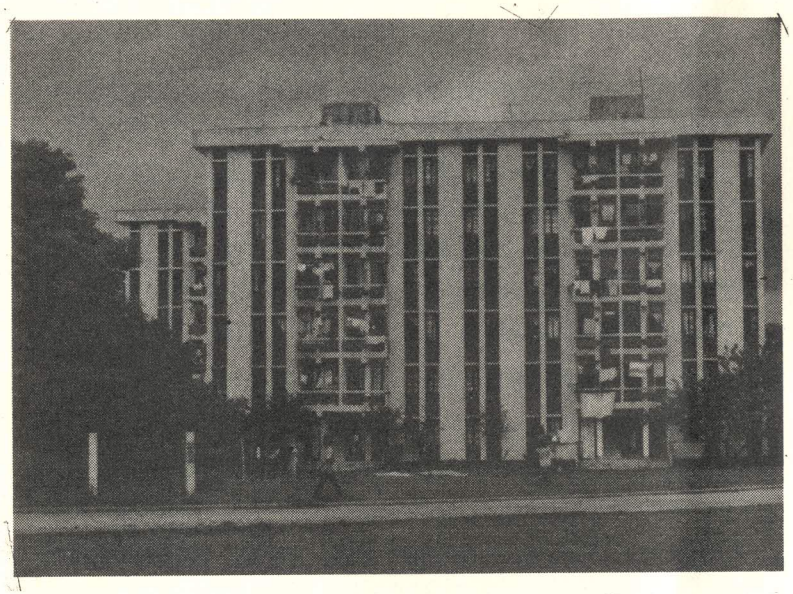

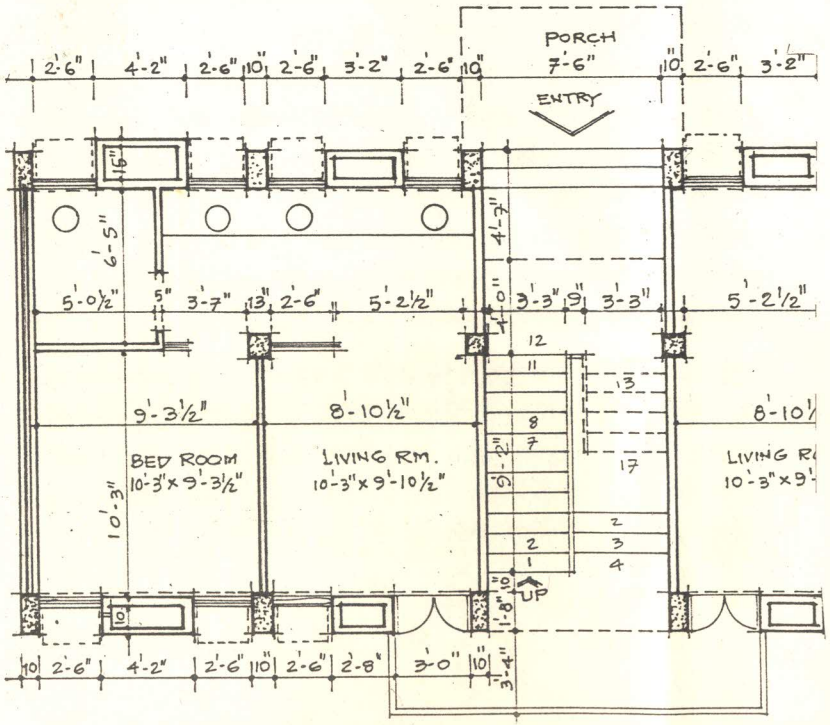

লেখ—চিত্রের মাধ্যমে চার তলার ভিত্তি বিশিষ্ট ইটের তৈরী দালানের সেনিটারী ও বিদ্যুৎ ব্যয় সহ নির্মাণ খরচের ক্রমবৃদ্ধি (১৯৫৯—১৯৯০)

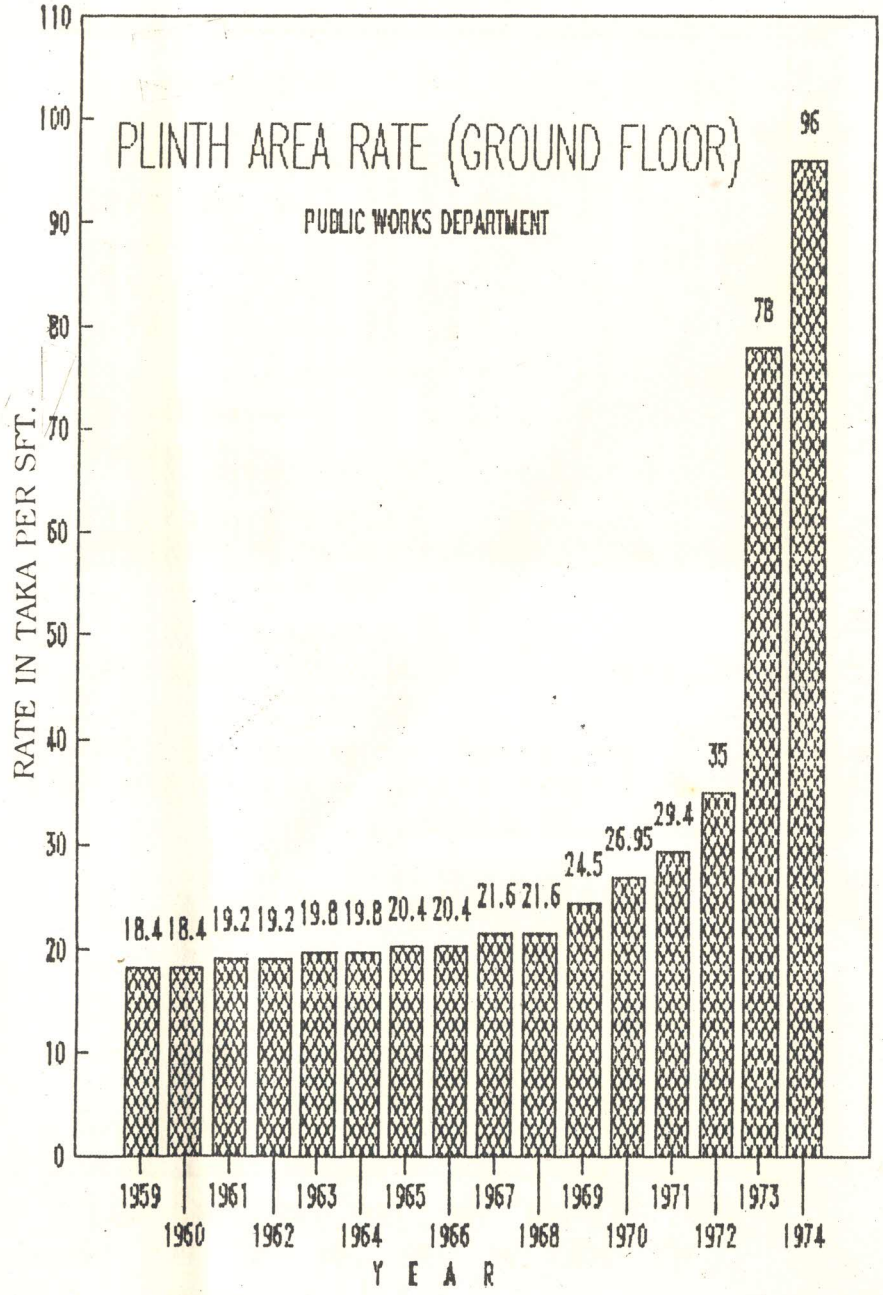

PLINTH AREA RATE (GROUND FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

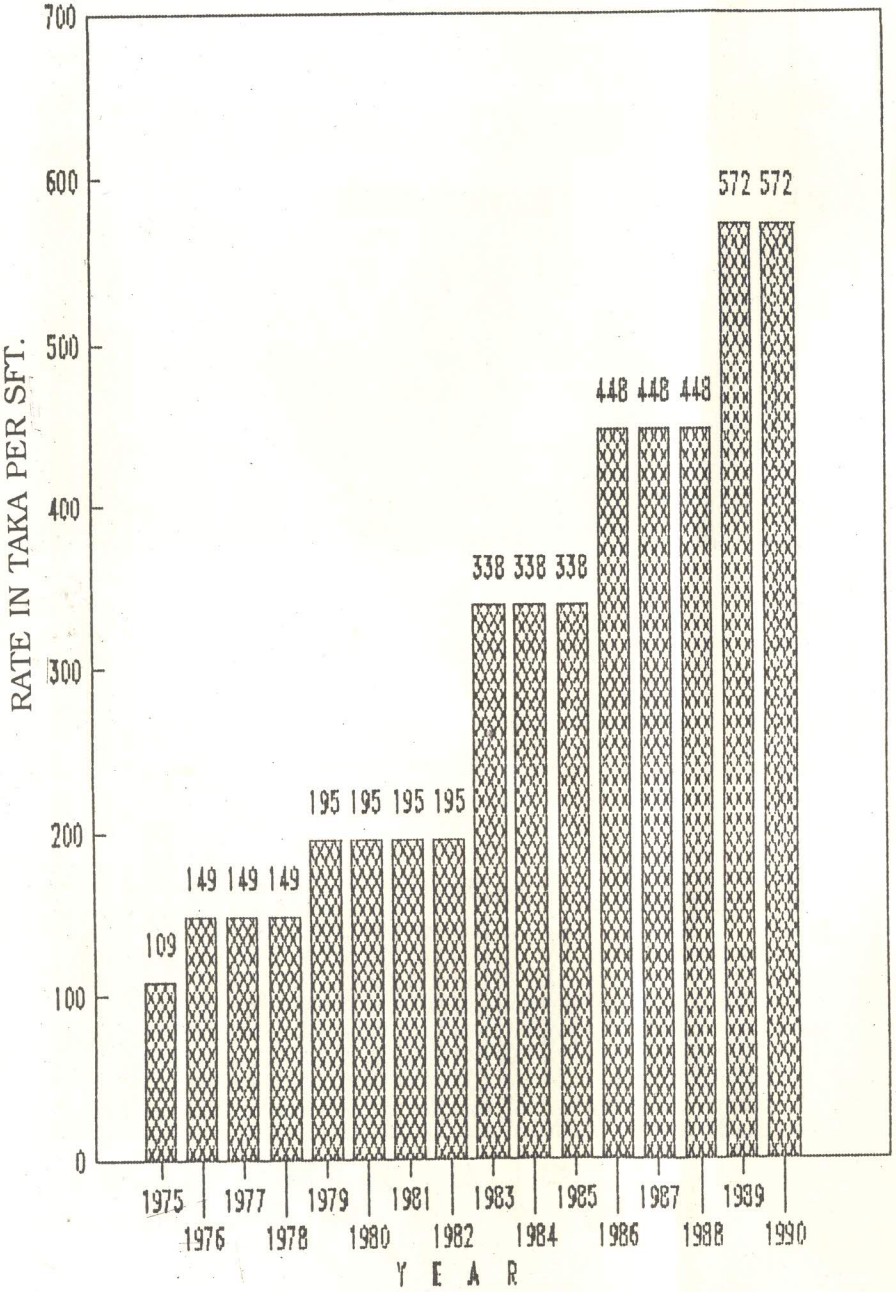

PLINTH AREA RATE (FIRST FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

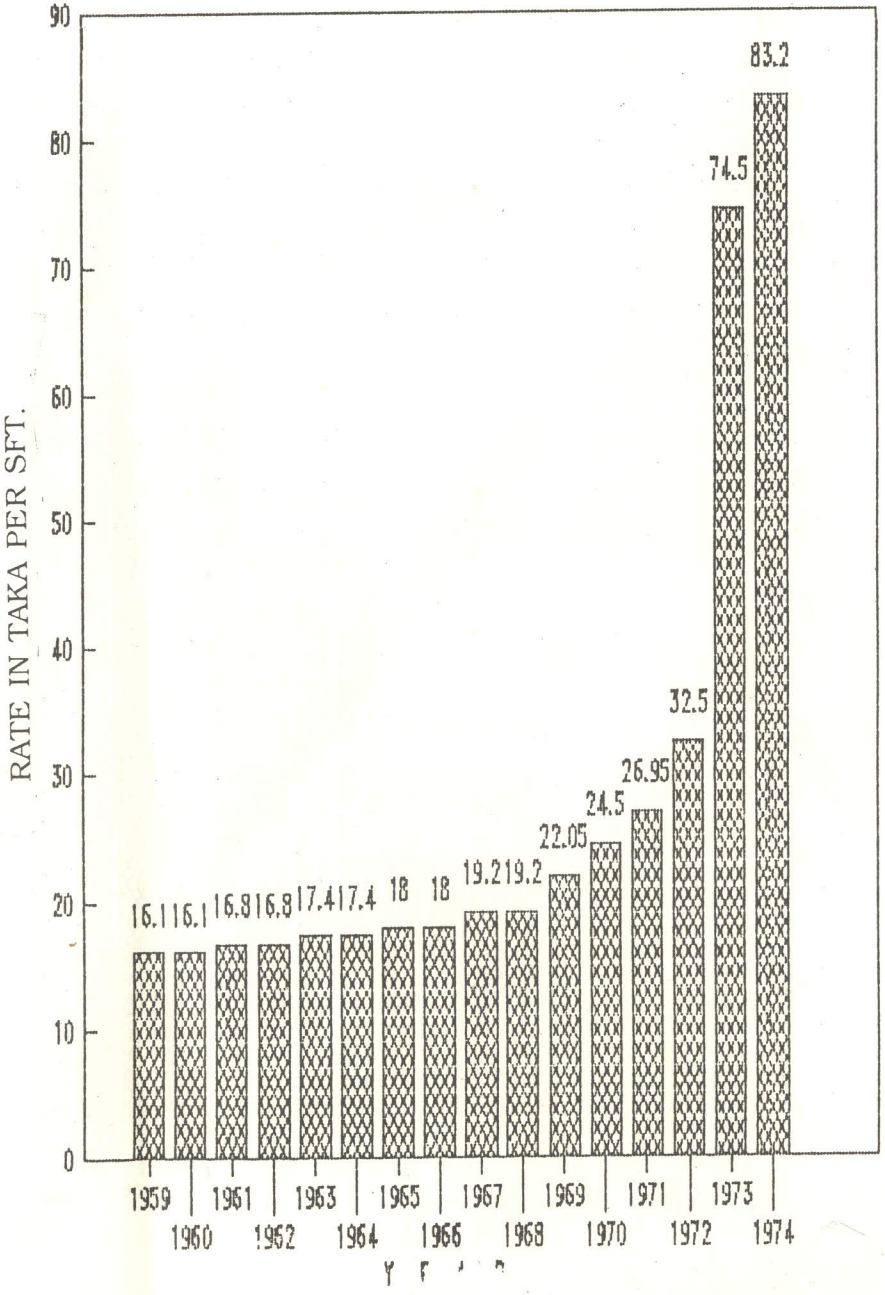

PLINTH AREA RATE (FIRST FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

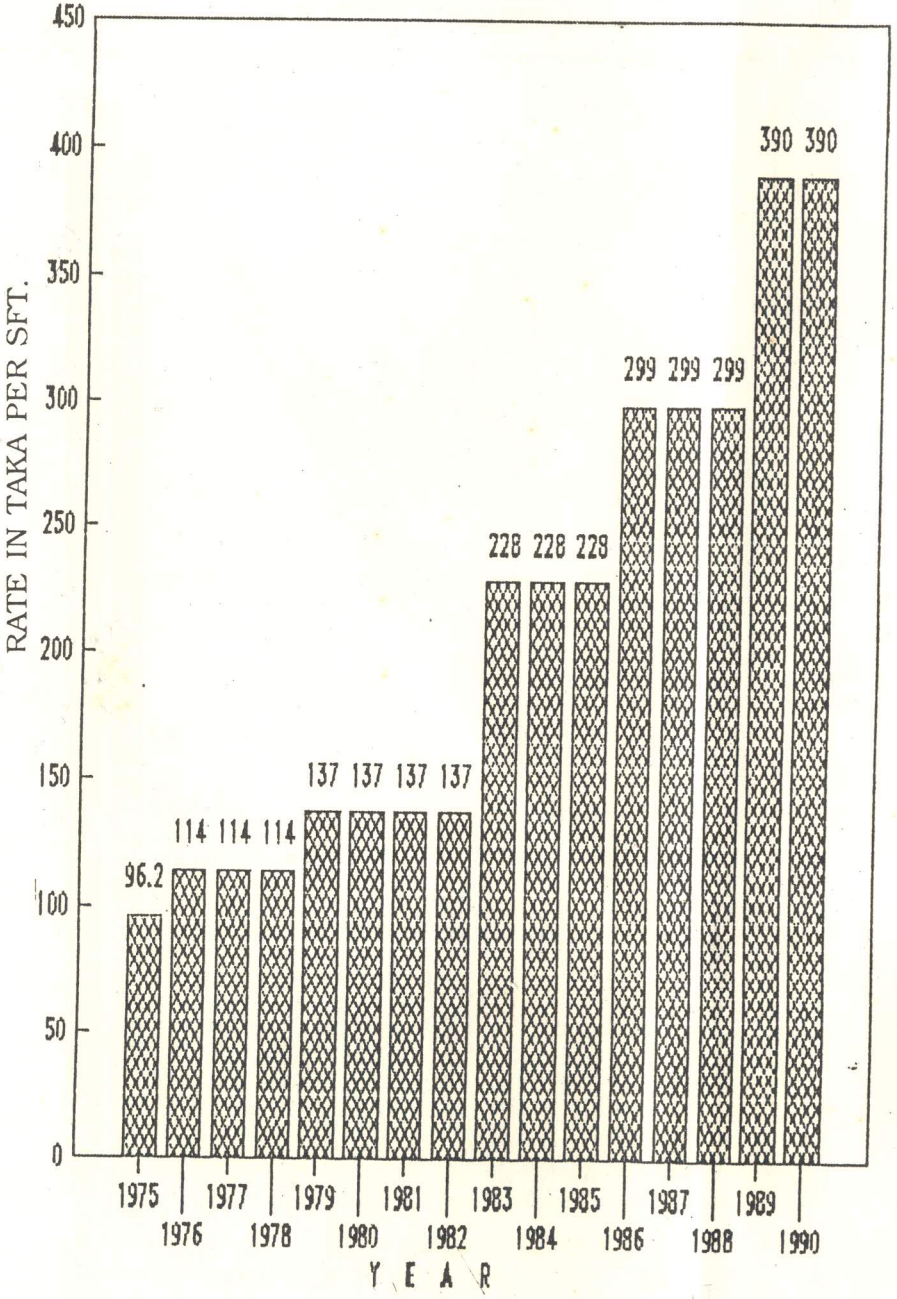

PLINTH AREA RATE (SECOND FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

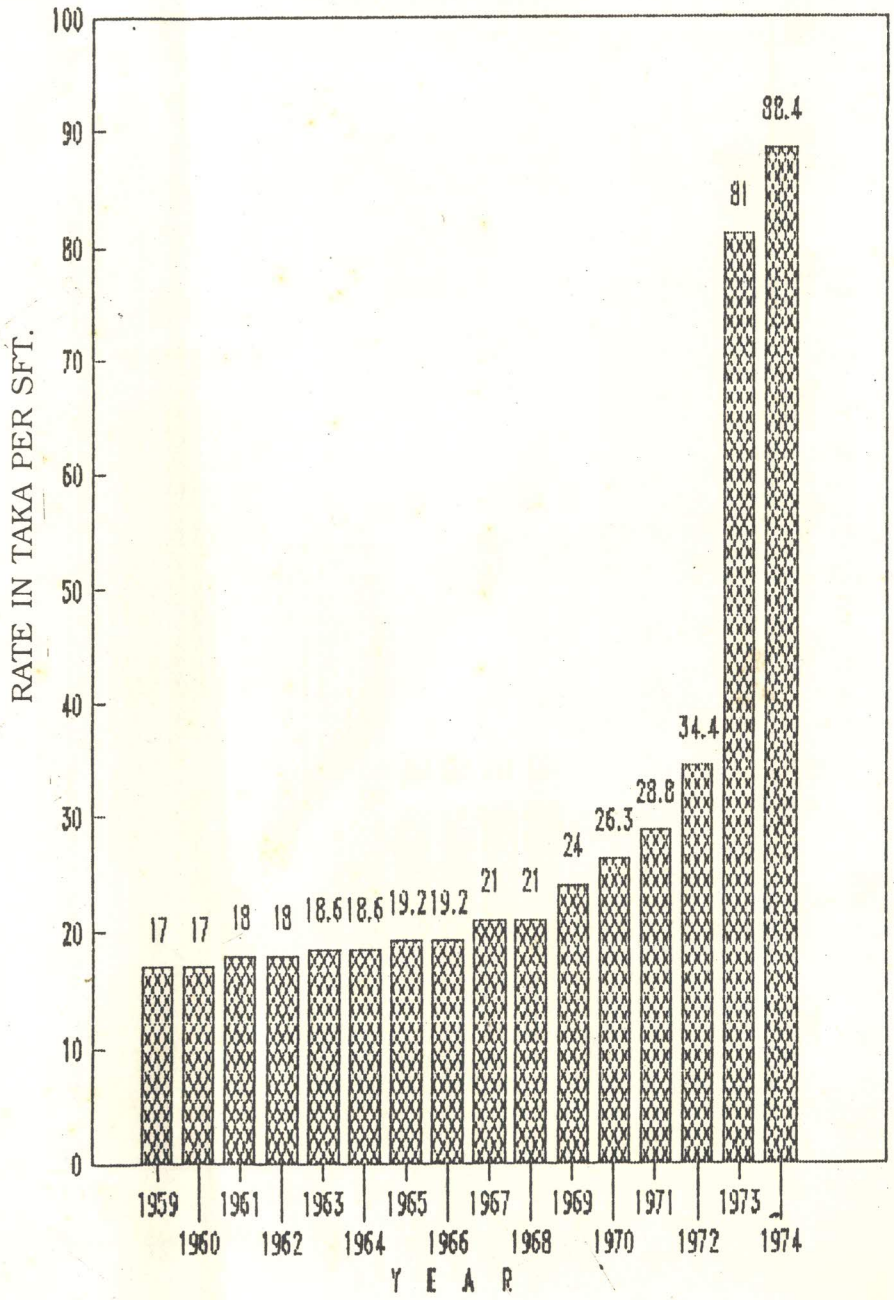

PLINTH AREA RATE (SECOND FLOOR)

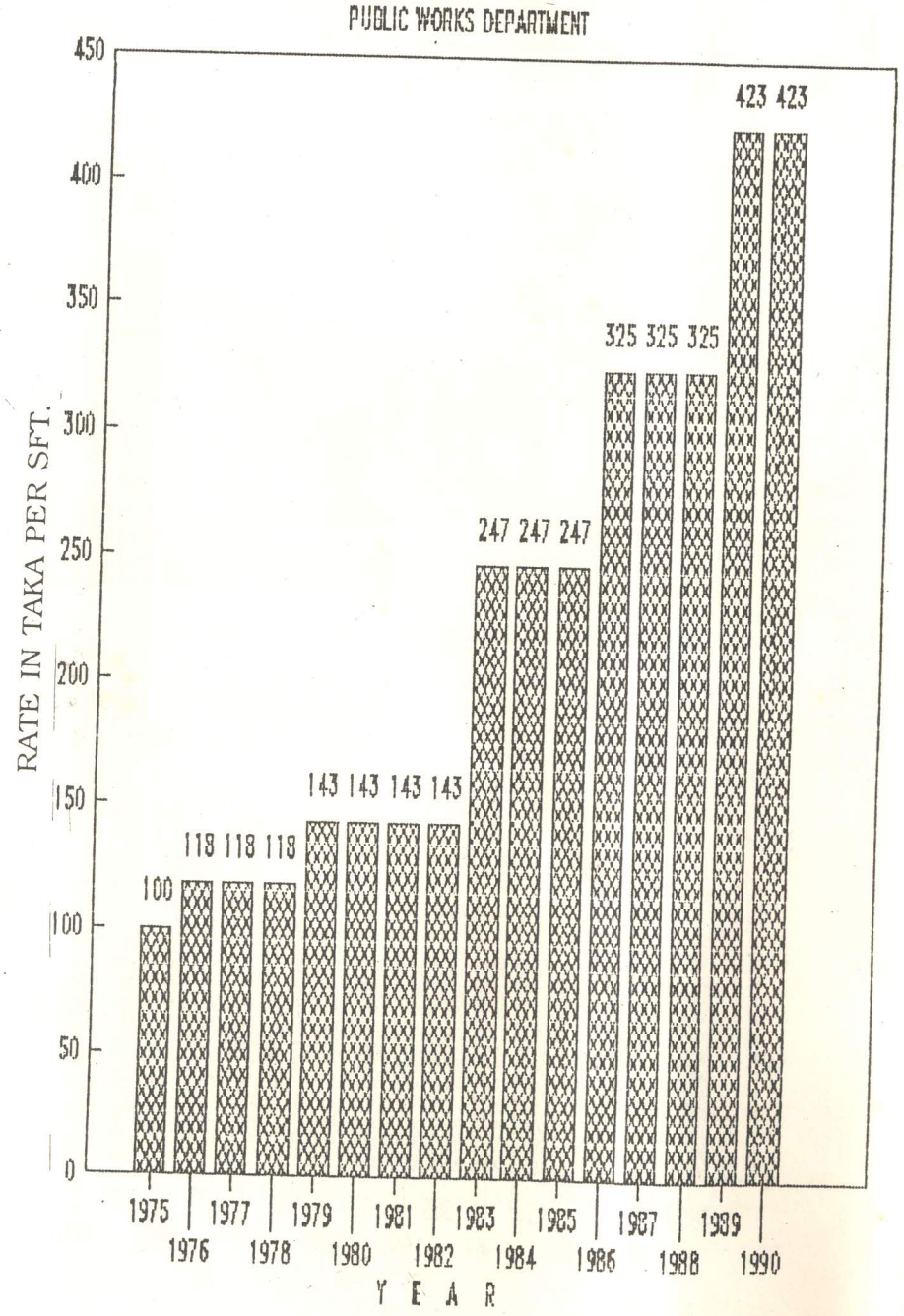

PLINTH AREA RATE (THIRD FLOOR)

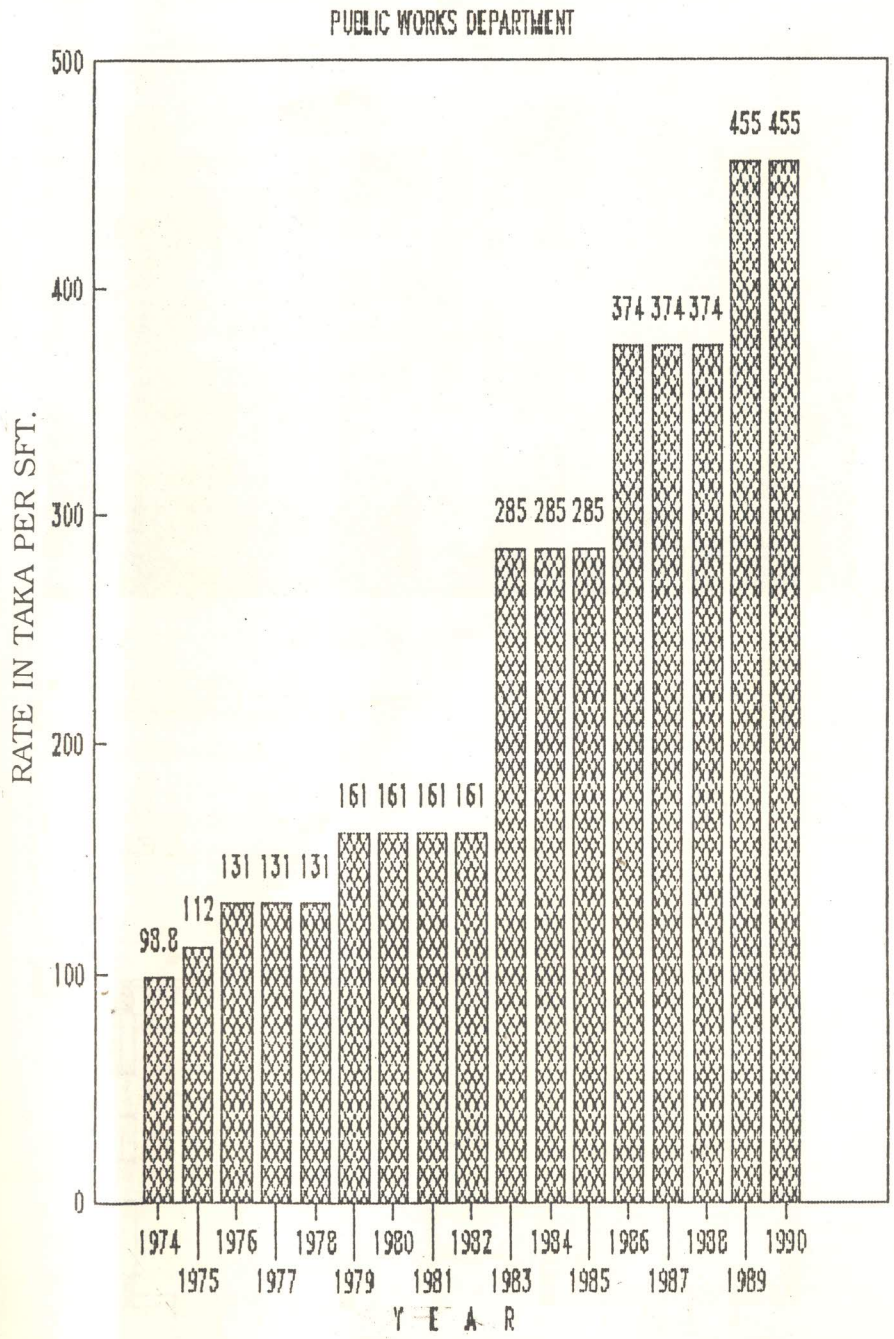

ধানমন্ডি ৭ নং রোডে ১০০০ বর্গফুটের সরকারী বাসভবন

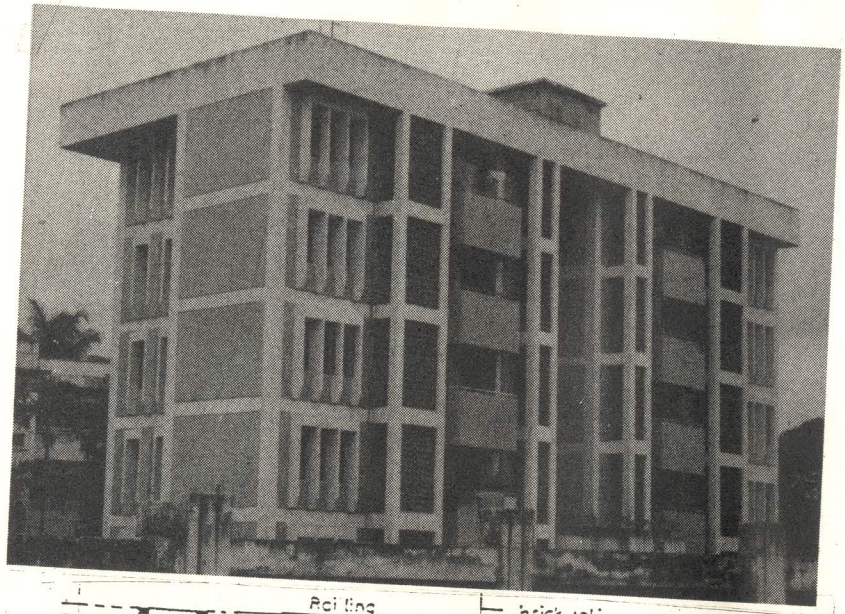

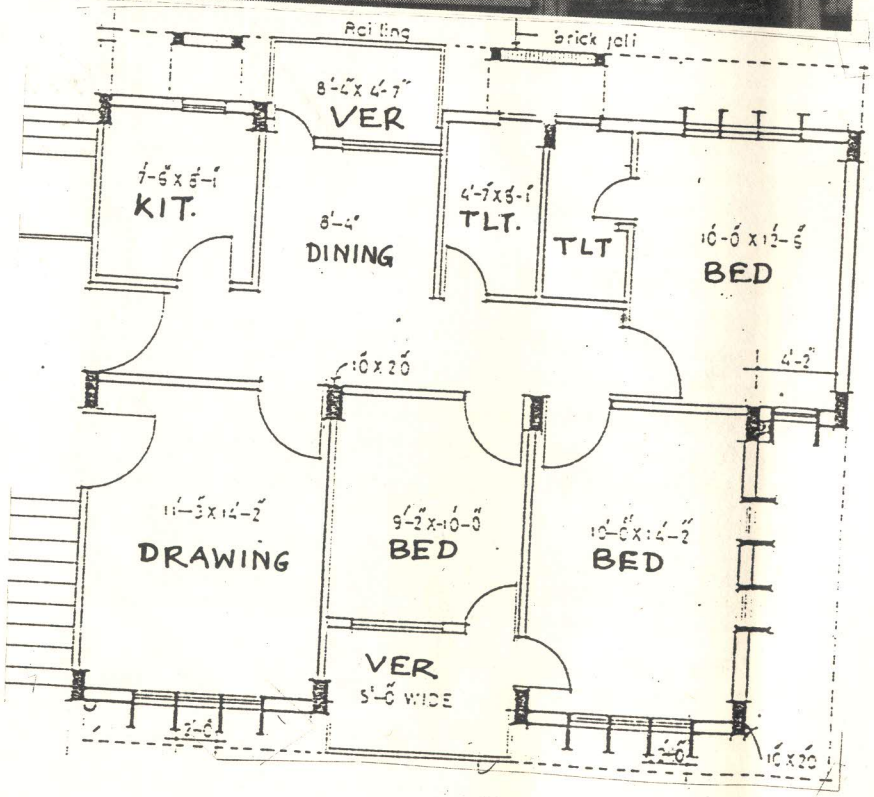

গণগূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণাধীন ও প্রস্তাবিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

- ২৪ তলা সরকারী কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ভবন, ঢাকা
- ৭ তলা রেজিষ্ট্রেশন রেকর্ড রুম, ঢাকা
- ১০ তলা রেডিও বাংলাদেশ প্রশাসনিক ভবন
- ১০ তলা প্রধান প্রকৌশলীর পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা
- ২০ তলা সচিবালয় ভবন
- ৮ তলা জিওলোজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ ভবন, ঢাকা
- ৯ তলা ক্যান্সার ইনিষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
- ১৫ তলা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ভবন, ঢাকা
- ১০ তলা কেবিন ব্লক, পিজি হাসপাতাল, ঢাকা
- হৃদরোগ হাসপাতাল, ঢাকা
- পঙ্গু হাসপাতাল, ঢাকা
- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ফরিদপুর
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাদারীপুর
- ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, শেরে বাংলানগর, ঢাকা
- ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ
- ৪৪টি নতুন জেলা সদর দপ্তর নির্মাণ প্রকল্প
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
- বিচার পতিদের বাসভবন, ঢাকা
- উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন, ঢাকা
- ৫০০, ৮০০, ১০০, ১২৫০, ১৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ
- বিভিন্ন জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স
- বিভিন্ন জেলায় রেজিষ্ট্রার ভবন
- বিভিন্ন জেলায় পাবলিক লাইব্রেরী
- বিভিন্ন জেলায় জেলা কারাগার নির্মাণ
- বিভিন্ন উপজেলায় থানা বিল্ডিং
- মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন থানা বিল্ডিং নির্মাণ
- বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন
- পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা
- স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল ব্যুরো সদর দপ্তর, ঢাকা
- সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, মতিঝিল, ঢাকা
- কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল, ঢাকা
- শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন ভবন, ঢাকা
- বিভিন্ন জেলায় শিশুসদন
- সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বাসগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়

- যে কোন নির্মাণ কাজে ব্যয় সাশ্রয়, স্থায়ীত্ব এবং গুণগতমান রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ সমীচিন
- মৃত্তিকা অনুসন্ধান ছাড়া ভরাট মাটিতে ইমারত নির্মাণ বিপজ্জনক
- ভবিষ্যতে নিকটস্থ রাস্তা কতটুকু উঁচু হতে পারে তা বিবেচনা করে ভূমিতল নির্ধারণ করা উচিত
- বাড়ীর ভূমিতল (ফরমেশন গ্রাউন্ড লেভেল) নিকটস্থ রাস্তা হতে কমপক্ষে একফুট উঁচু হওয়া বাঞ্চনীয়
- বাড়ী নির্মাণ কালে ইট কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টা ভিজিয়ে ব্যবহার করা উচিত
- বাংলাদেশের জলবায়ুর কারণে ঘরের বাহিরের দেয়াল কমপক্ষে দশ ইঞ্চি হওয়া উচিত
- ভবনের সাথে বড় বড় গাছ পালা থাকা ক্ষতিকর
- কংক্রীটের ছাদ, বিম, কলাম ইত্যাদি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া ভাঙ্গা ভাঙ্গি করা উচিত নয়
- বিভিন্ন সাইজের খোয়ার আনুপাতিক মিশ্রণে কংক্রীটের শক্তি বৃদ্ধি করে
- পয়সা বাঁচানোর নামে কোন ক্রমেই স্ক্র্যাপ এবং আন্ডার সাইজের রড ব্যবহার ঠিক নয়
- বীম, ছাদ ইত্যাদি ঢালাই একবারেই করা উত্তম, বিশেষ ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যক জোড়া ব্যবহার করা যেতে পারে
- ঢালাইয়ের চব্বিশ ঘন্টা পর হতে ছাদ কমপক্ষে একুশ দিন পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখা দরকার
- কংক্রীট বা ইট গাঁথার মশলা মিশানোর পর একঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করা উচিত
- ছাদ, বিম, কলাম ইত্যাদিতে রডের প্রয়োজনীয় আবরণ (ক্লিয়ার কভার) নিশ্চিত করতে হবে
- আর্দ্রতা রোধক স্তর (ডিপিসি) মেঝের ঠিক উপরে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি হওয়া দরকার
- নীচতলার মেঝের নীচে প্রকৃত বালু ও ইটের উপর পলিথিন শীট বিছিয়ে ঢালাই করা উচিত
- ভূগর্ভস্থ পানির ট্যাংক ওয়াটার টাইট করার জন্য কংক্রীটের হওয়া উচিত
- পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংগতি রেখে ভূগর্ভস্থ জলাধারের গভীরতা নির্ধারণ করা আবশ্যক
- ভূগর্ভস্থ জলাধারের মুখ এমন উঁচু রাখা উচিত যাতে কোন প্রকার ময়লা ঢুকতে না পারে
- ভূগর্ভস্থ জলাধারের স্ল্যাব ও দেওয়ালের সংযোগ এমনভাবে করা উচিত যাতে পানি চোঁয়াতে না পারে
- নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্য ভূগর্ভস্থ জলাধারের তলায় স্লোপ সহকারে একটি অপেক্ষাকৃত নীচু গর্ত রাখা উচিত
- পানির ট্যাপ কখনো জোরে মোচড় দিয়ে বন্ধ করা উচিত নয়
- বাড়ীর ছাদে যথাযথ স্লোপ ও পানি নিষ্কাশন পাইপ থাকা দরকার যাতে দ্রুত পানি সরে যেতে পারে
- ছাদের পানি নির্গমন পাইপ নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে
- পানি সরবরাহ ও সেনিটারী লাইন চালু করার পূর্বে পানি ভর্তি করে লাইন পরীক্ষা করা উচিত
- ড্রেন বা তার মুখে এমন আবর্জনা ফেলা উচিত নয় যাতে ড্রেনের মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে
- বাড়ীর আঙ্গিনায় পানি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা রাখা উচিত
- পায়খানার প্যানে কখনো অন্য ময়লা ফেলা উচিত না
- টয়লেটের অন্তত একটি পাশ বহিঃদেওয়ালে হওয়া উচিত যাতে ভেন্টিলেশন সহজ হয়
- কংক্রীটের ছাদ দীর্ঘ দিন উন্মুক্ত না রেখে জলছাদ কিংবা অন্য কোন আস্তরণে ঢেকে দেওয়া উচিত
- গাথুনীর কাজে ইটের ফাঁকে ফাঁকে ভাল ভাবে সিমেন্ট বালুর মশলা ভরে দিতে হবে
- কংক্রীট, প্লাষ্টারের মশলা মিশ্রণে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার ক্ষতিকর
- জলছাদে নিম্নমানের খোয়া ও উন্মুক্ত বাতাসে গুড়া হয়ে হাওয়া চুন ব্যবহার করা উচিত নয়
- চুনকামে প্রয়োজনীয় আঠা না দিলে রং এর স্থায়ীত্ব কমে যায়
- ভেজা দেওয়ালে রং দেওয়া উচিত নয়
- সদ্য রং করা ঘর কখনও আবদ্ধ রাখা ঠিক নয়
- ঘরের দেওয়াল বা ছাদ কোথাও ভিজে গেলে ভেজার কারণ দ্রুত নির্ণয় করে তার প্রতিকার করতে হবে
- প্লাষ্টারের পুরুত্ব নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে বেশী হওয়া ঠিক নয় (সাধারণত কংক্রিটের গায়ে $\frac{১}{৪}$", ইটের দেয়ালে $\frac{১}{২}$")
- স্লাবে কনসিল্ড ওয়ারিংয়ের পাইপ কোন ক্রমেই তলার রডের নিচে বসানো ঠিক নয়
- ভবনে টানা লিনটেল ব্যবহার করা উত্তম
- বাড়ী নির্মাণ কালে উই পোকা দমনের জন্য মাটিতে ঔষধ ব্যবহার করা উচিত
- বাড়ীর দেয়াল ও ছাদে আগাছা দেখা মাত্র নির্মুল করা উচিত

গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বাসস্থানের পরিসংখ্যান

ঢাকা : ৮৫৮৭ ফ্ল্যাট
সুপিরিয়র টাইপ–১১৮, এফ টাইপ (১৫০০ বর্গফূট)–৪৪৬, ই–টাইপ (১২৫০ বর্গফুট)–২২১, ডি–টাইপ (১০০০ বর্গফুট)–৭৭২, সি–টাইপ (৮০০ বর্গফূট)–২৮৪৪, বি–টাইপ (৬০০ বর্গফুট)–২৪২২, এ–টাইপ (৫০০ বর্গফূট)–১৭৬৪

চট্টগ্রাম : ৬৯৮ ফ্ল্যাট
রাজশাহী : ১৫৬ ,,
খুলনা : ৪৮৬ ,,
উপজেলা : ১৪০৩৬ ,,
কর্মকর্তাদের জন্য–১৫৭৬, কর্মচারীদের জন্য–৩১৫২,
অবিবাহিত কর্মচারীদের জন্য–৯৩০৮

নতুন জেলা সদর : ৬৮৫ ইউনিট
বাংলো–৮০ টি, ষ্টাফ কোয়ার্টার–৬০৫

সর্বমোট	২৪,৭৩৮ আবাসিক ইউনিট

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বাসস্থানের পরিসংখ্যান

- স্বল্পমূল্যে বহুতলবিশিষ্ট বাসস্থান : ২৮১০ ফ্ল্যাট
  ক) ঢাকা–১৪৭০, খ) চট্টগ্রাম–৬৯৮, গ) রাজশাহী–১৫৬, ঘ) খুলনা–৪৮৬
- ঢাকার পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার : ৭৩৬ ফ্ল্যাট
  ক) ৯০১ বঃ ফুঃ–৩৪০, খ) ৬০০ বঃ ফুঃ–৩৪৪, গ) ৫৫০ বঃ ফুঃ– ৫২
- ঢাকার পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টারের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ : ৩৮৪ ফ্ল্যাট
  ক) ৫৫০ বঃ ফুঃ– ২৬০, খ) ৯০১ বঃ ফুঃ– ২৮, গ) ৬০০ বঃ ফুঃ– ৯৬
- ধানমন্ডি ৭ নং রোডে সরকারী কর্মকর্তাদের বাসস্থান : ৭০ ফ্ল্যাট
  ক) ১২৫০ বঃ ফুঃ–৪০, খ) ১০০০ বঃ ফুঃ– ৩০
- মন্ত্রী মহোদয়গণের জন্য বাংলো নির্মাণ : ৬টি বাংলো
- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাসস্থান : ৪৯ ফ্ল্যাট

আজিমপুর সরকারী কলোনী

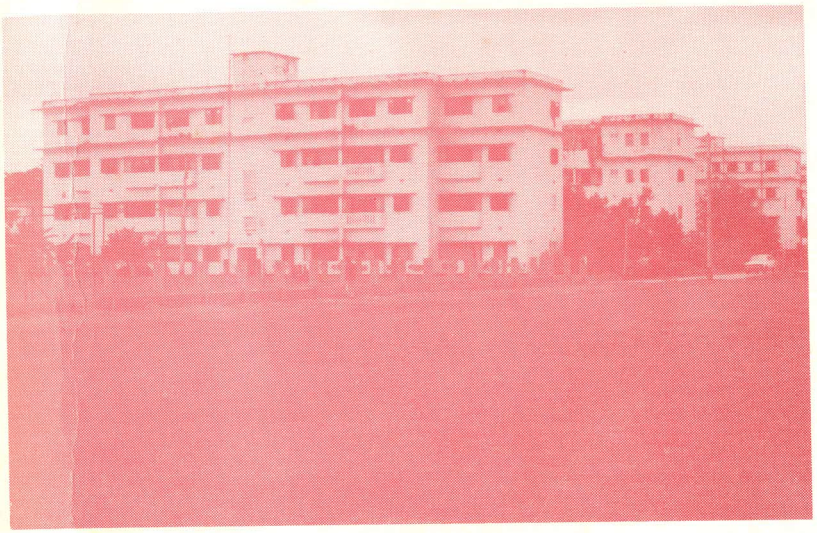

সরকারী স্টাফ কোয়ার্টার, মীরপুর

UNIT AREA COST vs YEAR

PUBLIC WORKS DEPARTMENT